পাঠক ফোরাম

একই ভুল বারবার

তিন-চার মাসও হয়নি, আবার দেখলাম ওই একই বানান। বিজয় সরণী দিয়ে যারা ৩-৪ মাস আগে গেছেন, হয়তো তাদের মধ্যে কেউ খেয়াল করেছেন অথবা কেউ করেননি কীভাবে বাংলা ভাষাকে ধর্ষণ করা হচ্ছিল। রাস্তার দুই পাশেই বড় বড় হরফে শোভা পাচ্ছিল 'বিজয় স্বরণী' 'বিজয় সরণী' নয়। রশীদ হায়দার খুব ক্ষোভের সঙ্গে সে দিন লিখেছিলেন (আমাদের সময়। কোন সংখ্যায় সঠিক মনে নাই) বাংলা ভাষাকে এভাবে ধর্ষণ করা হচ্ছে। যারা সরণি/সরণী মানে রাস্তা জানেন না, তারা সাধারণ 'সরণী'কে 'স্মরণী' লেখে এই মনে করে যে অমুক বিখ্যাত ব্যক্তির স্মরণে এই রাস্তা, তাই এই রাস্তার নাম অমুক স্মরণী। কিন্তু 'স্বর' মানে কণ্ঠধ্বনি বা গলার স্বর। এই নামে রাস্তা! হায় ঈশ্বর, রক্ষা কর। ২০০০-এর ঈদ ফ্যাশন প্রতিযোগিতা ২০০৫ (৩০ সেপ্টেম্বর ০৫) সংখ্যায় ৪ পৃষ্ঠাব্যাপী 'বাংলার মেলা'র যে বিজ্ঞাপন ছাপা হয়েছে সেখানেও ওই একই ব্যাপার। 'বাংলার মেলা এগিয়ে যাচ্ছে- ৫ বছরে ৫টি শাখা- এবার উত্তরায় রবীন্দ্র স্বরণীতে।' রবীন্দ্র সরণী না লিখে লিখেছে রবীন্দ্র স্বরণী।
বিজয় সরণীর সেই উদ্ভট বানান 'স্বরণী' ডিসিসি এখন সংশোধন করেছে। বাংলার মেলাও কি সংশোধন করবে।

রুহুল আমিন জিএম
রথপাড়া, ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া

বেকারত্ব এবং...

১৮ সেপ্টেম্বর জাতীয় সংসদে বাংলাদেশের শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা জানতে এক সাংসদের প্রশ্নের জবাবে শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী পরিসংখ্যান ব্যুরোর ৩ বছর আগের শ্রম শক্তি জরিপের তথ্য তুলে ধরে বলেন, দেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা মাত্র ১২ লাখ ৯ হাজার! তবুও ধন্যবাদ মাননীয় প্রতিমন্ত্রীকে দেশে কিছু শিক্ষিত জনশক্তি বেকার অবস্থায় আছে তা সংসদে স্বীকার করার জন্য। কিন্তু ৩ বছর আগের তথ্য উপস্থাপন করা কতটা যৌক্তিক? অর্ধশিক্ষিত-অশিক্ষিত ও মৌসুমি বেকারদের কি আদৌ কোনো দিন গণনা করা হবে? দেশে বর্তমানে বেকারত্বের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার অর্ধেকের কাছাকাছি। গৃহিণীদের শতকরা ৯৫ ভাগই বেকার। আমাদের কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বেকারত্ব নিরসনে গত ৪ বছরে কোনো পদক্ষেপ নিতে পারেনি। এমনকি বেকারত্বের সংখ্যাও নিরূপণ করতে পারেনি, যা সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রীর অযোগ্যতাই প্রমাণ করে।

ওমর আলী
পিপলস এইড ফর ইন্ডিপেন্ডেন্ট এন্ড রুরাল এসোসিয়েশন
আলমনগর, রংপুর

বিদ্যুতের অপচয়

সুবেহ সাদেক হয় সেই সকালে, অথচ রাস্তার লাইট, নিয়ন বাতি জ্বলতেই থাকে ঘন্টার পর ঘন্টা। এতে কি বিদ্যুতের অপচয় হয় না? এই অপ্রয়োজনে বিদ্যুতের অপচয়ের জন্য কে দায়ী? জনগণ, না সরকার?

মাহবুব হারুন বাবু
পূর্ব মণিপুর, মিরপুর, ঢাক

দুর্নীতি এবং রাষ্ট্রীয় ব্যর্থতা

২৪ সেপ্টেম্বর দৈনিক 'আমার দেশ'-এ একজন উপ-সচিবের পদাবনতির খবর প্রকাশ করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে উথাপিত অভিযোগ হলো- তিনি ২০০২ সালে দুর্নীতি দমন ব্যুরোর উপ-পরিচালক থাকাকালে একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানে ৫০ হাজার টাকা উপার্জন করতে গিয়ে ধরা পড়ে যান। উথাপিত অভিযোগ একজন যুগ্ম সচিবের নেতৃত্বে পরিচালিত কমিটির কাছে প্রমাণিত হলে তার উপরোক্ত র‍্যাঙ্ক ডাউন করা হয়। অর্থাৎ চাকরি থেকে ঐ উপ-সচিব সাহেবকে অপসারণ বা ছাঁটাই করা হলো না, তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলা দায়ের করা তো দূরে থাক! উপ-সচিব অর্থাৎ তিনি প্রশাসন ক্যাডারে সহকারী কমিশনার পদে যোগদান করেছিলেন। তার চাকরিকালে তিনি ডেপুটি কমিশনার কাম জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্ব পালন করেছেন কি না তা জানি না। তবে তার চাকরিক্রমে প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তা হিসেবে অবশ্যই তিনি ৩য়, ২য় ও ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে ফৌজদারি মামলার বিচার করেছেন। মাঠ প্রশাসনে তিনি কি করেছেন তার নমুনা তো পাওয়াই গেছে। দেশ যে রাষ্ট্রীয় দায়িত্বভার পালন করতে চূড়ান্তভাবে অসমর্থ হয়ে পড়ছে, তার অকাট্য প্রমাণ মিলছে একজন দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তার সামনে রাষ্ট্রের নতজানু হয়ে পড়ার বর্ণিত ঘটনা থেকে।

আনিস-উল হক
নীলফামারী
ashurkhai@cellemail,net.

অযৌক্তিক বেতন বৃদ্ধি

রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী সাংসদদের বেতন বৃদ্ধি বিল পাস হয়েছে জাতীয় সংসদে। দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, সাংসদদের এই অযৌক্তিক বেতন বৃদ্ধি কেন! মন্ত্রী মান্নান ভুঁইয়ার কথা, প্রধানমন্ত্রীর বেতন ৫০০ ডলার বিদেশে বলতে লজ্জা লাগে। জনগণকে সন্ত্রাস, নিরাপত্তাহীনতা, দুর্ভোগ, সীমাহীন দ্রব্যমূল্যের অশান্তির মধ্যে রেখে তাদের এ বেতন বৃদ্ধি করতে সামান্যতম লজ্জা করলো না! উল্লেখ্য, ২০০৩-এ প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী ও সাংসদদের পারিতোষিক ভাতা বৃদ্ধি করা হয়েছিলো। কেন এই অহেতুক বেতন বৃদ্ধি, দয়া করে জবাব দেবেন কি?

রতন কুমার প্রসাদ
গ্রিন রোড, ঢাকা

প্রসঙ্গ ক্রিকেট

বাংলাদেশ ক্রিকেটদল শ্রীলঙ্কার সঙ্গে একদিনের এবং পাঁচ দিনের সবকটি খেলায়ই শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছে। পাঁচ দিনের ম্যাচগুলো তিন দিনেই শেষ হয়ে গেছে। গত পাঁচ বছরে ক্রিকেটের পেছনে প্রায় শত কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। খেলোয়াড়দের গাড়ি, বাড়ি, প্লট, অর্থ সবই দেয়া হয়েছে। কিন্তু ফলাফল? বড় বড় দল ছোট দলগুলোর সঙ্গে খেললে তাদের খেলার মান অনেক সময় ঠিক থাকে না। খেলা পড়ে যায়। সে সুযোগে ছোট দলগুলো জিতে যেতে পারে। এ জন্য বড় দলগুলো ছোট দলগুলোর সঙ্গে খেলতে চায় না। বাংলাদেশ ক্রিকেটদল কয়েকটি এক দিনের খেলায় বড় দলকে হারিয়ে দিয়ে নিজেরা খুব আত্মতৃপ্তিতে মজে আছে। প্রকৃত ক্রিকেট খেলা পাঁচ দিনের টেস্ট খেলা। টেস্ট খেলায় যারা জয়ী হয় তারাই উঁচু দল। এক দিনের ক্রিকেট জুয়া খেলার মতো। অন্য একটি বিষয় হলো ক্যাপ্টেনসি। আমার মনে হয় ক্রিকেট খেলায় অধিনায়কত্ব বোলারদের কাউকে দিলে ভালো হয়। কারণ বোলিং সমন্ধে তীক্ষ্ণ জ্ঞান না থাকলে বিপরীত দলের রান অনেক বেশি হয়ে যায় যা পরে কভার করা ভীষণ কঠিন হয়ে পড়ে। এ ব্যাপারে শ্রীলঙ্কার সঙ্গে দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসের বিষয়টি দেখা যেতে পারে। দলকে আরো গতিশীল করার মানসে বাংলাদেশ দলের অধিনায়কত্ব বদলের ব্যাপারটি ভেবে দেখা যেতে পারে।

চাকলাদার
লালবাগ, ঢাকা

দৃষ্টি আকর্ষণ

পার্বত্য এলাকায় মোবাইল নেটওয়ার্ক

মোবাইলের বিজ্ঞাপনে ৬১টি জেলার কথা বলা হয়, আর নেটওয়ার্কের বাইরের জেলাগুলো হলো খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান। সরকারের অনুমতি নেই এই জেলাগুলোকে মোবাইল নেটওয়ার্কের আওতাভুক্তকরণের। তাই মোবাইল কোম্পানিগুলো যতই গ্রাহক সুবিধার বিজ্ঞাপন দিক না কেন, আমাদের তা শুধু দুঃখই জাগায়। কিন্তু কেন? সন্ত্রাসের দোহাই দিয়ে আমাদের বঞ্চিত করা হচ্ছে। অথচ তা কতটুকু যুক্তিযুক্ত?
এই সুযোগে ফায়দা লুটছে কিছু ব্যবসায়ী। তবে কি প্রশাসনের এতে লাভ আছে? প্রশ্ন জাগে মনে। কিছু ব্যবসায়ী উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন অ্যান্টিনা লাগিয়ে ইচ্ছেমতো বিল নিচ্ছেন গ্রাহকদের কাছ থেকে। আর আমরা বাধ্য হচ্ছি যেই পরিমাণ টাকা চায় তাই দিতে। নেই কোনো নীতিমালা। সন্ত্রাস কি শুধুই পার্বত্য জেলাগুলোতে? আর কোথাও সন্ত্রাস নেই? তবে কেন সন্ত্রাসের কলঙ্ক আমাদের ঘাড়ে চাপানো হলো?
সরকারের কাছে আবেদন, তিন পার্বত্য জেলা মোবাইল নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হোক। তিন পার্বত্য জেলা নিয়ে এ বৈষম্যমূলক আচরণ দূর করা হোক।

হেনরিয়েটা সুখ
সদর হাসপাতাল এলাকা, খাগড়াছড়ি

Awfhv‡bi Mše¨

বর্তমানে ভেজালবিরোধী এবং অবৈধ অস্ত্র ও দ্রব্যাদি বহনে যে অভিযান শুরু হয়েছে তা নিশ্চয়ই প্রশংসার দাবিদার। এ অভিযান যে বাহিনী দ্বারাই পরিচালিত হোক না কেন, সেটা যেন দেশ তথা দেশের আপমর জনসাধারণের কল্যাণার্থেই হয়। ধূমপানের কথা বলা যায়, প্রকাশ্যে ধূমপান নিষেধ হলেও বর্তমানে এর অবস্থা আগের মতোই। তাই আশা রাখি, অভিযানদ্বয়ের অবস্থা যেন তা না হয়।

প্রবাল
রাজশাহী, বিশ্ববিদ্যালয়

প্রতিক্রিয়া
হানিফের মন্তব্য

সাবেক মেয়র মোহাম্মদ হানিফ সঠিক পথেই আছেন।
আওয়ামী লীগের ঢাকা মহানগর কমিটির সভাপতি ও ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের সাবেক মেয়র মোহাম্মদ হানিফ আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্রে ধর্মনিরপেক্ষতার পরিবর্তে ধর্মে-কর্মে স্বাধীনতা শব্দ কটি সংযোজন করার কথা বলেছেন। তিনি একজন মুসলমান হিসেবে সঠিক কথাই বলেছেন। কোনো মুসলমান ধর্মনিরপেক্ষ হতে পারে না। তাকে ইসলাম ধর্ম জানতে হবে এবং আমল করতে হবে। তবেই সে আখেরাতে মুক্তি পাবে।

মাকসুদা বেগম রোজী
পালংগঞ্জ, দোহার, ঢাকা

ঈর্ষা নয়, ঘৃণা

এটা অনস্বীকার্য যে বিত্তে, বিজ্ঞানে ও প্রযুক্তিতে ব্রিটেন এখনো বিশ্বের অগ্রসর দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। এই ব্রিটিশরাই ঢাকা ও কলকাতা ক্লাবের গেটে লিখে রাখতো 'কুকুর ও নেটিভদের প্রবেশ নিষেধ'। এদেরই কেউ কেউ রায়বাহাদুর, খানবাহাদুর হয়। আমাদের পূর্ব-পুরুষরা যাদের শরীরে পলিমাটির সৌরভ ছিল তারা ওই ব্রিটিশ রাজাকারদের (যাদের বাড়ির সামনে দিয়ে স্বদেশী ভাইয়েরা জুতা পরে, ছাতা মাথায় যেতে পারত না) ঘৃণা করতেন। আমিও তাই করি। ঘৃণা এবং ঈর্ষা একই অর্থবোধক নয়।

নাম ও ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

কেমন আছি আমরা

দেশের সর্বগ্রাসী দুর্নীতি প্রসঙ্গে কথা উঠলেই জোট সরকারের নেতা-সন্ত্রাসীরা তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠেন। বলেন, দুর্নীতি সব দেশেই আছে। স্বয়ং অর্থমন্ত্রী তো আরো একধাপ গলা চড়িয়ে বলেন, 'আমেরিকার চাইতে আমাদের দুর্নীতি অনেক কম। আমাদের সব দুর্নীতি মিলিয়েও তাদের একটা দুর্নীতির সমান হবে না।'
আমেরিকানদের মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ আমাদের চেয়ে প্রায় ১০০ গুণ বেশি। তা থেকে ২-১ হাজার এদিকে-ওদিক হয়ে গেলেও তাদের গায়ে বাতাস লাগবে না। দুর্নীতি, সন্ত্রাস এবং ভোগবিলাসে জোট নেতা-মন্ত্রীদের আমেরিকান হয়ে যাওয়ার এমনতর প্রবণতায় এটাই স্পষ্ট যে, দেশের চলমান এই দুর্নীতি-সন্ত্রাস তাদের মোটেও বিচলিত করে না।

মোবাইল কলচার্জ

১৭৫৭ সালে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার মহান অধিপতি নবাব সিরাজউদ্দৌলা একটি মামুলি ব্যবসায়ী সংগঠন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছে প্রহসন যুদ্ধে হেরে গিয়েছিলেন। একটি কোম্পানির কূটচালে একটি দেশের সার্বভৌমত্ব বিলীন হয়ে গিয়েছিল। আজ চারটা মোবাইল ফোন কোম্পানির চালের কাছে সরকার পরাজিত। অর্থমন্ত্রী কলচার্জ কমাবার জন্য ওদের হুমকি দিয়েছিলেন, ওদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেবার কথা বলেছিলেন। অর্থমন্ত্রী আরো বলেছিলেন, এখন অ্যাকশনে গেলে সরকার এক থেকে দেড় হাজার কোটি টাকা আয় করতে পারবে। উল্লেখ্য, পাকিস্তান, ভারতসহ আফ্রিকার কয়েকটি দেশ লাইসেন্স ফি বাবদ কোম্পানিগুলো থেকে কয়েক হাজার কোটি টাকা পেয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশের কোম্পানিগুলো থেকে কিছুই নেয়া হয়নি। এ ব্যাপারে কোম্পানিগুলোর কোনো কৃতজ্ঞতাবোধ নেই। এদের এখনই কঠিন হাতে দমন করতে হবে এবং অবিলম্বে কলচার্জ কমাবার আদেশ দিতে হবে। সরকারকে মনোবল শক্ত করে দৃঢ় প্রত্যয়ী হতে হবে।

জাহাঙ্গীর
লালবাগ, ঢাকা

আদনান গ্যাঁড়াকলে পড়েছে

- হাই আদনান, রেজাল্ট কী করলি ?
- ভালো করতে পারিনি, দোস্। মাত্র ৪.৮৮। তোর খবর কী ?
- আমারও একই অবস্থা, ৪.৯২। ভর্তি হবি কই, ঠিক করেছিস?
- আব্বুর পছন্দ ইঞ্জিনিয়ার, আম্মুর ডাক্তার আর আমার পছন্দ বিবিএ।
- তাহলে সাবজেক্ট পছন্দ নিয়ে তো বেশ ফ্যাসাদেই আছিস।
- একদিকে ভর্তির প্রিপারেশন, অন্যদিকে ভর্তির সার্কুলারের জন্য দৈনিক চার পাঁচটা পত্রিকা দেখা, ...। আসলেই গ্যাঁড়াকলে আছি, দোস্।
- আরে বোকা, এটা কোনো সমস্যাই না। বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্কুলারসহ সব তথ্য একসঙ্গে পাবি ভার্সিটি এডমিশন ডট কমে।

www.VarsityAdmission.COM